ভোরের কাগজ

MAR. 0 5 2000

তারিখ ………

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

মাদ্রাসা ও কলেজের ম্যানেজিং কমিটি গঠনে দীর্ঘদিনের যে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে সংগত কারণেই তার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে জনগণের প্রতিনিধি/অভিভাবক প্রতিনিধি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ এসব প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এবং সহ-সভাপতি এ দুটি পদে অবশ্যই সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থাকা প্রয়োজন। চারজন অভিভাবক সদস্য শুধুমাত্র ম্যানেজিং কমিটিতে সদস্য হিসেবে থাকলেই যথেষ্ট। দাতা, প্রতিষ্ঠাতা এসব পদেতো জনগণ থেকে প্রতিনিধি থাকছেনই। কিন্তু সভাপতি, সহ-সভাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে অনেকাংশেই অশিক্ষিত অথবা রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এসব পদে আসীন হয়ে উল্টো প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিসাধন করছেন।

আবার অনেকে ভাগ বাটোয়ারা দাবি করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতিসাধন করেন। তাই নিম্ন প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে বিনীত অনুরোধ করছি।

মাধ্যমিক মাদ্রাসার মতো উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি পদে থানা নির্বাহী অফিসারকে নিয়োগ করতে হবে।

সহ-সভাপতি পদে থানা পর্যায়ে মাধ্যমিক বিভাগে কর্মরত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা থানা প্রজেক্ট অফিসার (উপবৃত্তি) কে নিয়োগ করতে হবে। কারণ তাদেরকে থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে নিয়োগ প্রদানের চিন্তা ভাবনা সরকারের রয়েছে।

উচ্চ-মাধ্যমিক ও স্নাতক সকল বেসরকারি কলেজের সভাপতি জেলা প্রশাসককে করতে হবে এবং সহ-সভাপতি জেলা শিক্ষা অফিসার (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা) কে করতে হবে।

এমন সার্কুলার এখনই প্রয়োজন যাতে অভিভাবক কিংবা জন প্রতিনিধিগণ কোনোভাবেই সভাপতি কিংবা সহ-সভাপতি না হতে পারেন। কারণ এখন সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর বেশ নজর দিচ্ছেন। অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সকল প্রকার আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা এমনকি ১০০% সরকারি বেতন দেওয়ার সক্রিয় চিন্তা ভাবনাও চলছে।

আশা করি, উপরোক্ত প্রস্তাবনাগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় ভেবে দেখবেন।

এম আলী জিন্নাহ
রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।